ড. তাহের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত মিছিলে মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও মাহবুবুল আলম সালেহী (গোল

ইউনুসের পর তাহের শিবিরের কিলিং মিশন

অর্পূব কুমার, *রাজশাহী থেকে*

এক বছরের ব্যবধানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. ইউনুস ও ড. তাহের খুন হলেন। দুটি হত্যাকান্ডই প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার বিকাশ রুদ্ধ করতে মৌলবাদী চক্রের দীর্ঘ পরিকল্পনার প্রতিফলন। আর এই মৌলবাদী চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত-শিবির, যা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। দীর্ঘদিন ধরেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। ১৫টি আবাসিক হল ও ক্যাম্পাস-সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলো পুরোপরি শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে সময় সময় প্রগতিশীল কর্মকান্ডের ছাত্র-শিক্ষক সবাই শিবিরের টার্গেট হয়েছেন ও হচ্ছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে শিবিরের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। এ সময় ছাত্রমৈত্রীর জোবায়ের হোসেন চৌধুরী রিপু, রুপম ভট্টাচার্য, ছাত্রদলের নতুন, বিশ্বজিৎ এবং ছাত্র ইউনিয়নের তপন সরকার তপু ও ছাত্রশিবিরের কয়েকজনসহ ২৫ জনের বেশি নিহত হয়। ১৯৯৬ সালে একাউন্টিং শেষ বর্ষের ছাত্র আমানউল্লাহ আমান নামের জাসাস নেতাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মূলত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফলে গোটা ক্যাম্পাস আজ অবরুদ্ধ। ২৬,০০০ ছাত্র-ছাত্রী সবাই শিবিরের বন্দীশালায় আজ জিম্মি।

ড. তাহের আহমেদ

শিবিরের আধিপত্য বাড়ছে

সরজমিনে দেখা যায়, আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলোর কোন সহাবস্থান নেই। এমনকি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরাও হলে থাকতে পারে না । প্রগতিশীলদের এমন কোন কর্মী বা নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এক দিনও ছাত্রহলে রাত্রি যাপন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, প্রগতিশীল নেতাকর্মী এবং শিক্ষকদের ওপর এ সংগঠনের ক্যাডাররা হামলা চালিয়েছে। আর এসব হামলায় বেশির ভাগ সময় অংশ নিয়েছে বহিরাগত শিবির ক্যাডাররা।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপাচার্য ইউসুফ আলীর সময় থেকে মূলত ক্যাম্পাস শিবিরের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে। এর পর যে প্রশাসনই এসেছে, শিবিরকে তারা কাজে লাগিয়েছে। ২০০৪ সালের ২৯ অক্টোবর তাপসী রাবেয়া হলে বহিরাগত যুবকদের প্রবেশকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম

ফারুকী শিবির ক্যাডারদের লেলিয়ে দেয়। শিবির ক্যাডারদের হামলায় এ সময় শতাধিক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। এসব ঘটনায় ছাত্রদল রাবি শাখা বহুবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ দিলেও প্রশাসন সেদিকে নজর দেয়নি।

গত ২০০২ সালের ২৫ জুলাই গণযোগাযোগ বিভাগের সামনে দিনে-দুপুরে শিবির ক্যাডার তৌফিক ও রবির নেতৃত্বে ১০-১২ জন শিবির কর্মী পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে ছাত্রফ্রন্ট নেতা সুশান্ত সিনহাকে। এরপর আবারও সুশান্ত সিনহা এবং ছাত্র ফেডারেশন নেত্রী মনীষার ওপর শিবির ক্যাডাররা হামলা চালায় ২০০৪ সালে ১১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে সন্ধ্যায়। ক্যাডাররা ছাত্র ইউনিয়ন রাবি শাখার সভাপতি এস এম চন্দনকে রড দিয়ে পিটিয়ে তার পা ভেঙ্গে দেয়। দীর্ঘ ৯ মাস ভারতে চিকিৎসার পরও এস এম চন্দন ভালভাবে হাঁটতে পারে না। এছাড়া আবাসিক ছাত্রহল, ছাত্রীহল এবং আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোতে ইয়ানতের নামে জনপ্রতি ৫০, ১০০, ৫০০ ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। নির্যাতনের ভয়ে ছাত্র-ছাত্রীরাও ঐ চাঁদা দিতে বাধ্য থাকে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় শিবিরীয় কায়দায়। ক্যাম্পাসে কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাইলে প্রশাসনের অনুমতি মেলে না, যদিও বা মেলে সেই অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করতে হয়। আবাসিক ছাত্রহলগুলোতে ছাত্ররা নিজের সিটে উঠতে চাইলে শিবিরের অনুমতি নিয়ে উঠতে হয়, যদি কোন ছাত্র অনুমতি ছাড়া সিটে উঠে তাহলে তার কপালে জোটে নির্যাতন। এভাবেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

টার্গেট যখন শিক্ষকরা

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর একদল সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় ঢুকে অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক সনৎকুমার সাহাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যান তিনি। এ ঘটনায় মতিহার থানায় মামলা হলেও পুলিশ কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে, শিবির ক্যাডাররা এ হামলা চালায়। গত ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস ক্যাম্পাসের কাছে বিনোদপুরে নিজ বাসভবনের কাছে প্রাতঃভ্রমণের সময় আততায়ীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন। এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুর্ধর্ষ বহিরাগত শিবির ক্যাডার সালেকিনসহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে তারা জামিনে মুক্তি পায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ হত্যা মামলার চার্জশিট তৈরি হয়নি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আকরাম হোসেন (বর্তমানে রাজপাড়া থানার ওসি) ২০০০কে জানান, 'মামলাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে থাকায় সরকারি নির্দেশ না থাকায় অভিযোগ দেওয়া হয়নি। সরকার চাইলে যে কোন মুহূর্তে অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে।'

হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত রাবি'র শিবির সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহী

জাহাঙ্গীর এই হত্যার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। এ জবানবন্দিতে সে হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে একই বিভাগের শিক্ষক ড. মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও বর্তমান শিবির সভাপতি সালেহীকে শনাক্ত করে। পুলিশ ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করলেও শিবির সভাপতি সালেহীকে কোনো এক অদৃশ্য কারণে গ্রেপ্তার করেনি

সর্বশেষ ২০০৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. এস তাহের আহমেদ ক্যাম্পাসের পশ্চিমপাড়ায় নিজ কোয়ার্টারে খুন হন। কোয়ার্টারের পেছনে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। এ হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ গার্ড জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করে। জাহাঙ্গীর এই হত্যার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। এ জবানবন্দিতে সে হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে একই বিভাগের শিক্ষক ড. মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও বর্তমান শিবির সভাপতি সালেহীকে শনাক্ত করে। পুলিশ ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করলেও শিবির সভাপতি সালেহীকে কোনো এক অদৃশ্য কারণে গ্রেপ্তার করেনি। ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষকদের ধারণা, ইউনুস হত্যা মামলার মতো এ মামলারও কোনো সুরাহা হবে না। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে শিবির সভাপতি গ্রেপ্তার না হওয়ায়। রাজনৈতিক চাপের কারণে শিবির সভাপতি সালেহীকে আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ফারুক হোসেন অবশ্য জানান, 'গার্ড জাহাঙ্গীর এবং নাজমুলের স্বীকারোক্তিতে আমরা অনেক তথ্য পেয়েছি। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে সব তথ্য প্রকাশ করতে পারছি না।' জাহাঙ্গীরের স্বীকারোক্তিতে সালেহীর নাম এলেও পুলিশের সামনে তিনি শিবিরের মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করছেন। অথচ আরএমপির পুলিশ কমিশনার, ডিবির পুলিশ কমিশনার সালেহীকে গ্রেপ্তারের জন্য একাধিকবার বৈঠক করেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে রাজশাহী বিএনপির একজন শীর্ষনেতা স্থানীয় জামায়াত ও শিবিরকে প্রশ্রয় দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, ঐ নেতার নির্দেশেই সালেহীকে গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ।

প্রগতিশীল শিক্ষকদেরকে মৌলবাদী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সময় হুমকি-ধামকি দিয়ে থাকে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রফেসর হাসান আজিজুল হক সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'দেশে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। পোকা-মাকড়ের মত আজকাল মানুষ মরছে। মৌলবাদী শক্তির কাছে প্রতিনিয়ত মুক্ত চিন্তার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। নতুন করে অনেক কিছু ভাবতে হবে।' আওয়ামী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি প্রফেসর মোজাফফর হোসেন বলেন, 'বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয়েছে। '৭১-এর পরাজিত শক্তি আজ আবার নতুন করে মাথা চেড়ে উঠেছে।'

এদিকে ড. তাহের হত্যা মামলায় একই বিভাগের শিক্ষক ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন গ্রেপ্তার হওয়ায় ড. মিজান উদ্দিন বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হত্যার সঙ্গে আর একজন শিক্ষক জড়িত থাকতে পারে, একথা ভাবতেও আমাদের লজ্জা লাগে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে আমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।

তাহের হত্যাকান্ডে ছাত্র সংগঠনগুলোও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছাত্রলীগ রাবি শাখার

জামায়াত-শিবিরের টার্গেট যারা

মৌলবাদীদের টার্গেট হয়ে আছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রফেসর হাসান আজিজুল হক, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ নাসের, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ড. গোলাম কবির, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম. আবু বকর, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মলয় ভৌমিক, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, বাংলা বিভাগের প্রফেসর চৌধুরী জুলফীকার মতিন, ড. সুজিৎ কুমার সরকার, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শেখ মোঃ নূরুল্লাহ্, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খালেকুজ্জামান এবং সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ড. মিজান উদ্দিন প্রমুখ।

সভাপতি ইব্রাহীম হোসেন মুন ২০০০কে বলেন, 'খুনের রাজনীতির মধ্য দিয়ে শিবিরের জন্ম। এর আগে তারা ছাত্রদের খুন করত। এখন শিক্ষকদের হত্যা করছে। ড. এস তাহের আহমেদ হত্যাকান্ডে সালেহীর জড়িত হওয়ায় শিবির প্রমাণ করেছে যে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।' ছাত্রদল রাবি শাখার আহ্বায়ক নুরুজ্জামান লিখন বলেন, 'খুনিরা যে দলেই হোক তাদের গ্রেপ্তার করা প্রশাসনের দায়িত্ব। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি ড. এস তাহের আহমেদ হত্যাকান্ডে যেই জড়িত থাকুক না কেন তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক।' তবে ২০০০-এর সাথে আলাপ কালে ছাত্র শিবির রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ মন্ডল দাবি করেন, 'সালেহী কোনোভাবেই এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত না। তাকে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।' সালেহী পলাতক কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত কাজে তিনি বাইরে আছেন।

ড.এস তাহের আহমেদ বিএনপি সমর্থিত শিক্ষক হলেও তিনি ছিলেন প্রচন্ড জামায়াত বিরোধী। হয়তো এই কারণেই তাঁর এভাবে মৃত্যু ঘটেছে বলে ধারণা করছেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তারা অভিযোগ করে বলেন, ড. ইউনুস হত্যাকান্ড আর ড.তাহের হত্যাকান্ড একই ধরনের। এখন এ প্রশ্ন সবার মনে, ড. তাহের হত্যার বিচার হবে তো ? নাকি ড. ইউনুস হত্যাকান্ডের মতো এটিরও চার্জশিট তৈরি করা হবে না।

প্রগতিশীল শিক্ষক বা মানুষ হিসেবে যারা পরিচিত তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চায় না জামায়াত-শিবির। যেমনটা চায়নি '৭১-এ। সরকার মুক্ত চিন্তার মানুষের পক্ষে নেই। শিবিরের হাত থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ারও উপায় নেই। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রগতিশীল শিক্ষক তারা একে একে শিবিরের টার্গেট পরিণত হবেন- এটা এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা

প্রশাসনের মদদ পাচ্ছে শিবির

অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিবিরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আর বাইরে থেকে স্থানীয় প্রশাসনেরও সমর্থন রয়েছে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র জামায়াত বিএনপি জোট সরকার আমলেই নয়, বিগত সরকারের আমলেও শিবির বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। প্রশাসন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নগ্নভাবে ব্যবহার করে। সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর সময় শিবির বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় । এ প্রসঙ্গে ছাত্র ইউনিয়ন রাবি শাখা সভাপতি আরিফ রেজা টিটু সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'প্রশাসন নগ্নভাবে জামায়াত শিবিরকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখছে।' সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাবি শাখা সভাপতি সুশান্ত সিন্হা বলেন, 'বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্ত্রাসীদের রক্ষায় উঠে পড়ে লেগে গেছে। মূলত প্রশাসনের মদদেই শিবিরের মত সন্ত্রাসী সংগঠন টিকে আছে। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিরোধ করতে শিবিরকে ব্যবহার করছে প্রশাসন।'

বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর আলতাফ হোসেন অবশ্য ২০০০-কে বলেন, 'আমি অভিযোগগুলো শুনেছি এগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি।'

তবে ড. তাহের হত্যাকান্ডের পর শিবির নেতা সালেহীকে নিয়ে কিছুটা বিপাকে পড়েছে স্থানীয় জামায়াত নেতারা। তারা দাবি করেন যে গার্ড জাহাঙ্গীর ২৯ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। অন্য দিকে যুবলীগ রাজশাহী মহানগর শাখা গত শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে জাহাঙ্গীর শিবিরের কর্মী এবং তার পিতা আজিম উদ্দিন জামায়াতের সমর্থক। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিবির নেতা সালেহীকে নিয়ে নতুন করে নাম বিভ্রাট শুরু হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত জাহাঙ্গীর জবানবন্দিতে বলে যে শিবির নেতা সালেহী হত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী। কিন্তু জবানবন্দিতে রেকর্ড করা হয়েছে সালেহী বা সালেহীন। আর ছাত্র শিবির রাবি শাখা দাবি করে সালেহীন নামে তাদের কোন কর্মী নেই।

এ নিয়ে জানতে চাইলে মতিহার থানার ওসি ফয়জুর রহমান বলেন, ' মামলার অনেক মোটিভ পাওয়া গেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে বেশি কিছু বলা যাবে না।'

'তদন্তের স্বার্থে বলা যাবে না' বলে প্রশাসন তথ্য গায়েব করে দিতে ওস্তাদ। অতীতে বহুবার এমনটা হয়েছে। শিবির সন্ত্রাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে বহুবার রক্তাক্ত হয়েছে। আগে তারা রক্তাক্ত করতো ছাত্র-ছাত্রীদের। এখন বেছে নিয়েছে শিক্ষকদের। সেই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক ইউনুসের পর খুন হলেন অধ্যাপক তাহের।

শিক্ষক খুন হবেন আর জামায়াত শিবিরের খুনিরা প্রকাশ্যে আস্ফালন করবে। সালেহীকে মিটিং এ এনে পুলিশের উদ্দেশে বলবে, প্রশাসনের ক্ষমতা থাকলে গ্রেপ্তার করুক। বিষয়টি অনেকটা এমন খুন করেছি তো কী হয়েছে, আরো খুন করবো। যেভাবে করেছি ইউনুস-তাহেরকে।

জামায়াত শিবির এভাবে দাম্ভিকতা দেখাবে, আর খালেদা জিয়ার প্রশাসন সেটা চুপ করে দেখবে। মাঝে মাঝে অনেকেই প্রশ্ন করেন জামায়াত শিবিরের এই দাম্ভিকতার উৎস কী? প্রশ্ন যারা করেন তারাও জানেন এই প্রশ্নের উত্তর।

খালেদা জিয়ার সরকারই তাদের ক্ষমতার উৎস। আওয়ামী লীগ হয়ত তাদের ক্ষমতার উৎস নয়, কিন্তু তাদের বিরাগভাজনও করতে চায় না । আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো আন্দোলনের কৌশল বলে একত্রিত হয়েছে।

আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর দেউলিয়াপনার কারণে জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসী রাজত্ব আজ বাংলাদেশে। যে রাজত্বে এক আসামির স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু শিবিরের নেতা ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

প্রগতিশীল শিক্ষক বা মানুষ হিসেবে যারা পরিচিত তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চায় না জামায়াত-শিবির। যেমনটা চায়নি '৭১-এ। সরকার মুক্ত চিন্তার মানুষের পক্ষে নেই। শিবিরের হাত থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ারও উপায় নেই। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রগতিশীল শিক্ষক তারা একে একে শিবিরের টার্গেট পরিণত হবেন- এটা এখন সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।